শিলিগুড়ি ■ জলপাইগুড়ি
আনন্দবাজার পত্রিকা
১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
XCNE

ক্রেতা সুরক্ষায় কর্মশালা

জলপাইগুড়িতে ৯

এক নজরে

আরও খবর পৃ: ৯

- যানজট রুখতে টোটোয় রঙিন স্টিকার
- পথ-কুকুরে ভয়ে প্রতিষেধক নিতে ভিড়

■ প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার এনজেপি স্টেশনে। নিজস্ব চিত্র

টোটো চলাচল বন্ধের দাবি

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোডে টোটো চলাচল বন্ধ করার দাবি জানিয়ে পুরমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনির্বাণ দত্ত। মন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ির পুরকমিশনার শিলিগুড়ি পুলিশকে চিঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে টোটোর জ়োন ভাগ করে স্টিকার দেওয়া শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। অনির্বাণের অভিযোগ যে জ়োন ভাগ করে স্টিকার দেওয়া হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সেবক রোডে টোটো চলবেই। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রয়োজনে ফের অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছে।

নতুন ট্র্যাফিক বুথ

শিলিগুড়ি: ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া গোড়া মোড়ে খোলা হল নতুন ট্র্যাফিক বুথ। ওই এলাকায় যানজট সামাল দিতে ও পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতে নতুন এই ট্র্যাফিক বুথ খোলা হল। বৃহস্পতিবার ট্র্যাফিক বুথের উদ্বোধন করেন ডিসি ট্র্যাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ-সহ ট্র্যাফিক পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা। নতুন এই ট্র্যাফিক বুথ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পুরসভার অভিযান

শিলিগুড়ি: বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া এলাকায় বিভিন্ন রেস্তরাঁ, হোটেলে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দফতর। পুরসভার সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালানো হয়। এ দিন শালুগারায় একটি নামী হোটেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার পাওয়া যায়। আরও বেশ কিছু রেস্তরাঁতেও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় খাবার তৈরি করতে দেখা যায়। রাতে সেবক রোডের একটি পানশালায় মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রচুর খাবার সামগ্রী পাওয়ার পর প্রশাসন সিল করে দেয়।

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
৩৪°
সেলসিয়াস

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩৪.৬°
সর্বনিম্ন ২৬.৯°
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬%
বৃষ্টিপাত ২ মিলিমিটার

■ নদীর গা-ঘেঁষে গড়ে উঠেছে রিসর্ট, হোম-স্টে, রেস্তরাঁ, বসতিও। শিলিগুড়ি লাগোয়া তারাবাড়িতে। *নিজস্ব চিত্র*

শিলিগুড়ি করিডরে চার লেন, বরাদ্দ প্রায় ২১০০ কোটি

নিজস্ব সংবাদদাতা
শিলিগুড়ি

চিকেন'স নেক লাগোয়া অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শিলিগুড়ি-পানিট্যাঙ্কি-খড়িবাড়ি হয়ে গলগলিয়ার রাস্তায় চারটি লেন করতে ২০৭৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। ওই পথে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দার্জিলিং জেলার অংশে ৩১.০২ কিলোমিটার নতুন ভাবে গড়ে তোলা হবে। ওই রাস্তায় হাতি যাতায়াতের একাধিক করিডর রয়েছে। সে কারণে করিডর ঠিক রাখতে 'এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস'ও তৈরি করা হবে। সেতু, রোড ওভারব্রিজও তৈরি হবে।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন— 'শিলিগুড়ি করিডর বরাবর অবস্থিত ওই রাস্তা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের উন্নয়নেও সহায়ক হবে।' দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তার দাবি, সড়ক পরিবহণমন্ত্রী ওই রাস্তার উন্নয়নে যে পরিকল্পনা করেছেন, তা পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সে যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাস্তায় তিনটি বড় সেতু, একটি রোড ওভারব্রিজ, পাঁচটি এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস তৈরি করা হবে। দুই দিকে সার্ভিস রোডও থাকবে। নতুন রাস্তা বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কিতে যানজটমুক্ত ভাবে সহজে যাতায়াতে কার্যকর হবে। শিলিগুড়ি থেকে নেপালে পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত করে। ওই পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাতেও অনেক বেশি সুবিধা মিলবে। কৃষি এবং উদ্যানজাত বিভিন্ন উৎপাদন, চা এবং অন্য পণ্য পরিবহণ এবং বাজারজাত করতেও ওই সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

অবস্থানগত কারণে শিলিগুড়ি তথা চিকেন'স নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই করিডর সুরক্ষিত রাখতে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে কেন্দ্রীয় সরকার নানা পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে।

ইতিমধ্যেই মাটিগাড়া থেকে সেবক সেনা ছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডরের কাজ চলছে। বাগডোগরা হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে ২ গিয়েছে। নতুন রাস্তা গড়ে উঠলে সার্বিক ভাবে তা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

লাইনের মাটিতে ধস, ট্রেনে দেরিতে দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা
শিলিগুড়ি

কলকাতা থেকে তিন বছরের মেয়ে, স্ত্রী, মা-বাবাকে নিয়ে দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছেন সুবর্ণ সেনগুপ্ত। সকালে দার্জিলিং মেলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে ভাড়ার গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার কথা ছিল। আগেই ফোনে যোগাযোগ করে দার্জিলিঙের হোটেল এবং গাড়ি ঠিক করা ছিল। চার দিনের সফর শেষে রবিবার রাতে পদাতিক এক্সপ্রেসে তাঁদের কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু ফরাক্কায় রেললাইনের নীচের মাটি ধসে যাওয়ায় একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। তার জেরে এ দিন সকালে নির্ধারিত সময়ের থেকে অন্তত ছয় ঘন্টা দেরিতে শিলিগুড়ি পৌঁছন তাঁরা। সফরসূচি থেকে কার্যত এক দিন বাদ চলে যায়।

একই পরিস্থিতি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের। গুয়াহাটির দিকে যাওয়ার জন্য যাঁরা সকাল থেকে স্টেশনে বসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ রাত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষা করেছেন। রেল সূত্রে খবর, গোটা প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করতে শুক্রবার সকাল হয়ে যাবে। এনজেপি-র এডিআরএম অজয় সিংহ বলেন, "ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্যে ট্রেনে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

অভিযোগ, স্টেশন থেকে দূরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া কয়েকটি ট্রেনে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। বেশিরভাগ ট্রেনেরই শৌচাগারে জল শেষ হয়ে যায়। অভিযোগ, দুর্গন্ধ বার হলেও সাফাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পদাতিক এক্সপ্রেসের যাত্রী প্রিয়া সরকার বলেন, "এ দিন সকাল পর্যন্ত শৌচাগারগুলি পরিষ্কার ছিল। তবে সময় যত বেড়েছে সে সব অপরিচ্ছন্ন হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ পরে স্টেশনে পৌঁছনোর পরে শৌচাগারে গিয়েছি।" এ দিন হাওড়া-বালুরঘাট ট্রেনও চার ঘণ্টার বেশি দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছয়।

ঘুষ নিয়ে ধৃত মেডিক্যালের ফরেন্সিক কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা
শিলিগুড়ি

ভিসেরা পরীক্ষার জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির এক কর্মীকে গ্রেফতার করল রাজ্য অপরাধ দমন শাখার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ফাঁদ পেতে তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের মর্গে ময়নাতদন্ত বা ভিসেরা পরীক্ষার জন্য অবৈধ ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বারবার অভিযোগ জানালেও এত দিন সে ভাবে পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিসেরা পরীক্ষার জন্য তিন হাজার টাকা দাবি করেছিলেন বাবুল মল্লিক নামে ওই কর্মী। অভিযোগ পেয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এসে অভিযানে নামে রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। তদন্তকারীদের তরফে নির্দিষ্ট করা ছয়টি ৫০০ টাকার নোট বাবুলকে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। টাকার নোটে রাসায়নিক লাগানো ছিল। টাকা হাতে নিতেই অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকেরা তাঁকে হাতেনাতে ধরেন। নোটগুলি থেকে অভিযুক্তের হাতে লেগে যাওয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করে তিনিই যে নিজের হাতে টাকা নিয়েছেন, সেই প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়। এর পরে বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত দফতরে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের অধ্যক্ষ সুজয় মিস্ত্রি বলেন, "নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে অপরাধ দমন শাখার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ফরেন্সিক ল্যাবের এক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।"

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের ফরেন্সিক বিভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রচুর। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল থেকে দেহ মর্গে নিয়ে যেতে, পরীক্ষা করাতে রোগীর পরিবার বুঝে দফায় দফায় টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী টাকা না দিলে ময়নাতদন্তের পরে দেহ ঠিকমতো সেলাই পর্যন্ত না করার অভিযোগও উঠেছে।

এ দিনের ঘটনার পরে হাসপাতালের কর্মী, আধিকারিক, চিকিৎসক মহলে হইচই পড়েছে। ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সদর দরজা বন্ধ করে অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকেরা ভিতরে দীর্ঘসময় ছিলেন। ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান রাজীব প্রসাদ বলেন, "পরীক্ষার কাজে শিলিগুড়ির বাইরে রয়েছি। কী ঘটেছে, সঠিক জানা নেই। খোঁজ নেব।"

নদীবক্ষে জঞ্জাল, মরছে চরের পাখি

গৌর আচার্য
রায়গঞ্জ

> পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কুলিক নদীতে আবর্জনা ফেলা হয়। ফলে নদীবক্ষের গভীরতা কমেছে।

প্রতি বর্ষাতেই বিপদ বাড়ে রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষিনিবাসে। ভারী বৃষ্টি হলেই কুলিক নদীর জল উপচে ভেসে যায় পক্ষিনিবাসের বিভিন্ন এলাকা। কখনও পুরনো গাছ, কখনও নতুন গাছেরও ডাল ভেঙে পরিযায়ী পাখিরা জলে পড়ে যায়। অনেক সময় তাদের মৃত্যুও ঘটে। কয়েক দিন আগেই বন দফতর জানিয়েছিল, ওই পক্ষিনিবাসের সংরক্ষিত এলাকার গাছের ডাল ভেঙে কিছু পরিযায়ী পাখি মারা গিয়েছে।

পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দীর্ঘদিন ধরে কুলিক নদীতে আবর্জনা ফেলা হয়। তার জেরে নদীবক্ষের গভীরতা কমেছে। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই জল উপচে নদীর চর ও আশপাশের এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে কুলিক পক্ষিনিবাসের বিস্তীর্ণ এলাকাও।

করণদিঘির নাগর, ইটাহারের সুঁই, মহানন্দা, কালিয়াগঞ্জের টাঙন, চাকুলিয়ার সুদানি, চোপড়ার ডাহুক নদীর মতো একাধিক ছোট ও বড় নদীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে উত্তর দিনাজপুরের নদীগুলি থেকে পলি উত্তোলন করা হয়নি। সংস্কারের অভাবে কুলিক, নাগর, সুঁই, মহানন্দা, টাঙন, সুদানির মতো নদীগুলি নাব্যতা হারিয়েছে। তার মধ্যে রাতের অন্ধকারে নদীগুলিতে আবর্জনা, মাছ সরবরাহের থার্মোকল, গরু, ছাগল, কুকুর, মোষের মৃতদেহ, প্লাস্টিকের স্তূপ ফেলা হচ্ছে। ফলে, বর্ষায় ভারী বৃষ্টি হলেই নদীবক্ষ অগভীর থাকায় জল উপচে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

দেশের অন্যতম বড় পাখিরালয় বলে পরিচিত কুলিক পক্ষিনিবাসের পরিযায়ী পাখিরা কুলিক নদীর মাছ, শ্যাওলা ও জলজ পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। নদীতে দূষণ বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে খাবারের সঙ্কটের জেরে পরিযায়ী পাখিরা ওই পক্ষিনিবাসে না আসতে পারে বলে সম্প্রতি পরিবেশকর্মী ও পশুপ্রেমীরা বন দফতরের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উত্তর দিনাজপুরের পরিবেশকর্মীদের দাবি, কুলিক ছাড়াও জেলার নাগর, সুঁই, মহানন্দা, টাঙন, সুদানি-সহ বিভিন্ন নদীর তীরের গাছে প্রতি বছরেই পরিযায়ী পাখি, শীতকালীন জলজ পাখি বাসা বাঁধে। নদীতে আবর্জনা ফেলা, নদীর নাব্যতা কমা ও গতিপথ বদলের জেরে তাদের খাবারের সঙ্কট হচ্ছে। তা ছাড়া নদী উপচে তীরে বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে। এমন প্রতিকূল পরিবেশের জেরে সে সব জায়গায় পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা ক্রমে কমছে। চর দখল করে চাষবাসের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নদীর জলে মিশে বাস্তুতন্ত্রেরও ক্ষতি করছে।

রায়গঞ্জের বিভাগীয় বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মার অবশ্য দাবি, "পরিযায়ী পাখিদের স্বার্থে কুলিক নদী-সহ দুই দিনাজপুরে অন্য নদীর দূষণ রুখতে বন দফতর অভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি করে।"

বিপদ সঙ্কেত

প্রকৃতি বিরূপ হলে ভয়ঙ্কর পরিণতি, দেখাল নেপাল

ভীমনারায়ণ মিত্র

প্রকৃতি বিরূপ হলে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়, তা দেখাল নেপাল। পাহাড়ি নদী বা হিমবাহ-গলা জলের সঙ্গে দুই দিনাজপুর ও মালদহের নদীগুলির সরাসরি তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু, প্রতি বছর বর্ষায় ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হলে উত্তর দিনাজপুরের কুলিক, মহানন্দা, টাঙন, নাগর, সুঁই, সুদানির মতো নদীতে জল বেড়ে আশপাশের এলাকা প্লাবিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও একই সমস্যা রয়েছে। নদীর জল উপচে বন্যা উত্তরে খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু, নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের পরে উত্তরবঙ্গের নদী নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রথমত, উত্তর দিনাজপুর-সহ উত্তরের নদীগুলি থেকে কয়েক দশক ধরে পলি উত্তোলনের কাজ হয়নি। তার জেরে নদীগুলির নাব্যতা হারাচ্ছে। কোনও ভাবে নদীতে জল বাড়লে তীর উপচে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। আগামী দিনে তা বাড়তেও পারে।

দ্বিতীয়ত, করণদিঘির নাগর, রায়গঞ্জের কুলিক, চাকুলিয়ার সুদানির মতো বিভিন্ন নদীর চরের জমি দখল করে বছরের বিভিন্ন সময়ে ধান, ভুট্টা ও বিভিন্ন আনাজের চাষ চলছে। সেই কারণে জমিতে দেওয়া কীটনাশক ও রাসায়নিক সার জলে ধুয়ে নদীতে মিশছে। নদীগুলিতে ফেলা হচ্ছে আবর্জনাও। ফলে, নদীতে থাকা মাছ ও বিভিন্ন জলজ পোকার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে।

কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন পুকুর ও জলাশয়ের ধারের গাছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ও শীতকালীন জলজ পাখিকে বাসা বেঁধে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আগে ওই পাখিরা মূলত নদীর তীরের গাছে বাসা তৈরি করে থাকত। ক্রমাগত দূষণ বাড়তে থাকায় নদীতে মাছ, জলজ পোকা ও শ্যাওলা কমছে। সে সব পরিযায়ী পাখি ও শীতকালীন জলজ পাখির প্রধান খাবার। মাছ বাঁচাতে অনেকে পুকুর ও জলাশয়ের উপরে নাইলনের জাল টাঙিয়ে রাখছেন। ফলে, পরিযায়ী পাখি ও শীতকালীন জলজ পাখিরা মাছ, জলজ পোকা, শ্যাওলা খেতে পুকুর ও জলাশয়গুলিতে নামতে গিয়ে জালে আটকে মারাও যাচ্ছে।

পরিবেশকর্মী, রায়গঞ্জ

পংজাব নैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): মালদা
পিএনবি স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ, নূর ম্যানসন, স্টেশন রোড, রথবাড়ি, জেলা- মালদা, ৭৩২১০১
ই-মেল: CS8275@PNB.BANK.IN

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখল লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে"** এবং **"যেখানে যেরূপ প্রকার আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশন-এর তারিখ/সময়: ০৬.১০.২০২৬, সকাল ১০.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা এবং বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ০৬.১০.২০২৬ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত এআরএমবি, মালদা, শ্রী রাহুল সিং, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৯১১৯৯৩৮৪৬১ ই-অকশন কালেকশন এ/সি বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম – SUNDRY-NPA/ SARFAESI/AUCTION RELATED, এ/সি 827500317118A (আইএফএসসি – PUNB0827500)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টরগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধকদাতাগণ)	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) ____ তারিখমতো বকেয়ার পরিমাণ (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/কনস্ট্রাক্টিভ	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) ইএমডি (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১।	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৮২০) মেসার্স শর্মা স্টিল ০৬৭৮২৫০৩০৭৬২৮ **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স শর্মা স্টিল **ঠিকানা:** ২১/২৭, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, ইংলিশ বাজার, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১০১ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা, **গ্যারেন্টর:** শ্রীমতী নন্দিতা শর্মা, স্বামী শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা **উভয়ের ঠিকানা:** ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১	**সম্পত্তি-১ : তফশিল-'এ':** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, জমির আয়তন ন্যূনাধিক (৩.৮৭+৪.৩৮) = ৮.২৫ ডেসিমেল, অবস্থান: জেলা– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, রেজিস্ট্রি অফিস– এ.ডি.এস.আর., মালদা, মৌজা– পিরোজপুর, জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং– ৬৭১, এলআর-পি – ১৯১৭, ১৯১৮, পি-১৯১৯, প্লট নং আর.এস. ৬১৯, এল.আর. ৪০১০ ও ৪০০৯, শ্রেণি– বাস্তু, ইংলিশ বাজার পৌরসভার ওয়ার্ড নং– ০৬ অধীন, হোল্ডিং নং– ৭০/২৯ এবং উক্ত জমির উপর অবস্থিত **"দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি"** নামে পরিচিত বিল্ডিং, দলিল (**দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি**) অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তরে – নীতা ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ, পূর্বে – পৌরসভার লেন, পশ্চিমে – চিটলাঙ্গিয়া পরিবারের বাড়ি। **তফশিল-'বি':** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, নিম্নোক্ত স্বরূপ ফ্ল্যাট নং ১-ডি, অবস্থান: দ্বিতীয় তল, নিম্নোক্ত সম্বলিত ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, আয়তন ৭৬৩ বর্গফুট তৎসহ সুপার বিল্ট এরিয়া, অবস্থান: **"দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি"** নামক বিল্ডিং-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল-'এ'-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, ০১.০৯.২০১৪ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৯৩২২/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন স্পেস, তাহার সংলগ্ন শ্রীমতী ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – সিঁড়ি ও লিফ্ট, পূর্বে – ফ্ল্যাট নং ১ এ, পশ্চিমে – কমন স্পেস।	(ক) ২০.০২.২০২৬ (খ) টাঃ ৯১,৫২,১৭৬.৩৬ (একানব্বই লক্ষ বাহান্ন হাজার একশত ছিয়াত্তর টাকা ছত্রিশ পয়সা) - ৩১.০১.২০২৬ তারিখমতো, তৎসহ ০১.০২.২০২৬ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + চার্জ, ডিমান্ড নোটিসে উল্লেখিতমতো (গ) ০৮.০৫.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি-১-এর জন্য (ক) টাঃ ২৩.৫৬ (খ) টাঃ ২.৩৫৬ (গ) টাঃ ০.২০
২।	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৮২০) মেসার্স পবিত্র সাইকেল স্টোর্স ০৬৭৮২৫০২০১৮৪৪ **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স পবিত্র সাইকেল স্টোর্স **ঠিকানা:** ৯০/২৭/৩৬, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, ওয়ার্ড নং ৬, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১০১ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা **ঠিকানা:** ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১	**সম্পত্তি-২ : তফশিল-'এ':** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, জমির আয়তন ন্যূনাধিক (৩.৮৭ + ৪.৩৮) = ৮.২৫ ডেসিমেল, অবস্থান: জেলা– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, রেজিস্ট্রি অফিস– এ.ডি.এস.আর., মালদা, মৌজা– পিরোজপুর,	(ক) ২০.০২.২০২৬ (খ) টাঃ ৪৫,৯৭,১৬৬.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত ছেষট্টি টাকা) - ৩১.০১.২০২৬ তারিখমতো, তৎসহ ০১.০২.২০২৬ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + চার্জ, ডিমান্ড নোটিসে উল্লেখিতমতো (গ) ০৮.০৫.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি-২-এর জন্য (ক) টাঃ ৩১.৪২ (খ) টাঃ ৩.১৪২ (গ) টাঃ ০.২০
৩।	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৮২০) মেসার্স শর্মা গান হাউস ০৬৭৮২৫০৩০৬৮০৫ **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স শর্মা গান হাউস **ঠিকানা:** ২১/২৭, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, ইংলিশ বাজার, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১০১ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা **ঠিকানা:** ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১, মোঃ ৬২৯৭০৩৫২৭৮	জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭১, এলআর - পি– ১৯১৭, ১৯১৮, পি-১৯১৯, প্লট নং আর.এস. ৬১৯, এল.আর. ৪০১০ ও ৪০০৯, শ্রেণি– বাস্তু, ইংলিশ বাজার পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০৬-এর অধীন, হোল্ডিং নং ৭০/২৯ এবং উক্ত জমির উপর অবস্থিত **"দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি"** নামে পরিচিত বিল্ডিং। দলিল (**দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি**) অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তরে – নীতা ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ, পূর্বে – পৌরসভার লেন, পশ্চিমে – চিটলাঙ্গিয়া পরিবারের বাড়ি। **তফশিল-'বি':** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১-বি স্বরূপ, দ্বিতীয় তলে, ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, আয়তন ৮৩৫ বঃফুঃ তৎসহ সুপার বিল্ট এরিয়া, অবস্থান: **"দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি"** নামক বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল-'এ'-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, দলিল নং ৯৩২৮/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন প্যাসেজ ও সিঁড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ ও কমন প্যাসেজ, পূর্বে – পৌরসভার লেন ও কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে – ফ্ল্যাট নং ১ সি।	(ক) ২০.০২.২০২৬ (খ) টাঃ ১৭,২৯,৭২৪.৭০ (সতেরো লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত চব্বিশ টাকা সত্তর পয়সা) - ৩১.০১.২০২৬ তারিখমতো, তৎসহ ০১.০২.২০২৬ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + চার্জ, ডিমান্ড নোটিসে উল্লেখিতমতো (গ) ০৮.০৫.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী	
৪।	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৮২০) শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা গঙ্গা প্রসাদ শর্মা ০৬৭৮৩০০৫০০০১৪ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা **ঠিকানা:** ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১, মোঃ ৬২৯৭০৩৫২৭৮ **গ্যারেন্টর:** শ্রীমতী নন্দিতা শর্মা, স্বামী শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা ঠিকানা: ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১, মোঃ ৬২৯৭০৩৫২৭৮	**তফশিল-'সি':** একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ, আয়তন ১৩৫ বঃফুঃ, উত্তর-পূর্ব দিকে, একতলায় (গ্যারেজ নং ১), বিল্ডিং-এর নাম **"দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি"**, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল-'এ'-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, ০১.০৯.২০১৪ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং ৯৩২৮/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী গ্যারেজের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন প্যাসেজ, তাহার সংলগ্ন শ্রীমতী ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – গ্যারেজ নং ২, পূর্বে – পৌরসভার লেন ও কমন স্পেস, পশ্চিমে – কমন স্পেস (পার্কিং স্থান)। **সম্পত্তি-৩ :** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও তদুপরি অবস্থিত বিল্ডিং (তিনতলা), অবস্থান: জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮০, আর.এস. প্লট নং ১০৬০, ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, মৌজা– পিরোজপুর, থানা– ইংলিশ বাজার, এ.ডি.এস.আর. ও জেলা– মালদা, শ্রেণি– বাস্তু, মোট জমির পরিমাণ– ২ কাঠা ১০ ছটাক, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে,পাট্টা নং ২/১ (এলওপি ২২১/বি), তারিখ ৩১.০৫.২০০৬-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। **পাট্টা/দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি:** পূর্বে – বিদ্যমান কলোনি রাস্তা, পশ্চিমে – জাতীয় সড়ক নং ৩৪, উত্তরে – এলওপি নং ২২১/এ, দক্ষিণে – এলওপি নং ২২২। এনইসি তারিখ ২৩.০৮.২০১০ অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে – পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিমে – জাতীয় সড়ক ৩৪, উত্তরে – প্রশান্ত কুমার শর্মা, দক্ষিণে – তপন চক্রবর্তী। **দ্রষ্টব্য: লট নং ৪-তে উল্লেখিত অ্যাকাউন্টের সহিত সম্পত্তি নং ৩ বন্ধকীকৃত নহে।**	(ক) ২০.০২.২০২৬ (খ) টাঃ ১৪,৭২,৩৬৮.৬১ (চোদ্দ লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা একষট্টি পয়সা) - ৩১.০১.২০২৬ তারিখমতো, তৎসহ ০১.০২.২০২৬ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + চার্জ, ডিমান্ড নোটিসে উল্লেখিতমতো (গ) ০৮.০৫.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি-৩-এর জন্য (ক) টাঃ ১৮২.০৭ (খ) টাঃ ১৮.২০৭ (গ) টাঃ ০.৫০

শর্তাবলি
বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:
১। সম্পত্তিসমূহ "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে" ও"যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে" বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় উপরোক্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত করা হইবে।
৪। এই বিক্রয় যে ক্রেতা অনুমোদিত অফিসারের নিকট প্রস্তাব বা দরপত্র বা টেন্ডার বা তাহার ডাকে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের প্রস্তাব দেবেন তাহার অনুকূলে সুনিশ্চিত করা হইবে এবং তাহা জামিনযুক্ত পাওনাদারের সুনিশ্চিতি সাপেক্ষ হইবে।
৫। জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: নিম্নোক্ততে দায়ের করা মোকদ্দমা: ডিআরটি-এর সহিত: কেস নং ২২৪/২০২৬, ২২৬/২০২৬, ২৪২/২০২৬ ও ২৪৮/২০২৬ এবং সিভিল কোর্ট কেস নং টিএস-২৩/২০২৬
৬। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in
তারিখ: ০২.০৯.২০২৬
স্থান: মালদা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীন সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস